গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

৪৮ বর্ষ ❀ জানুয়ারী ❀ পৌষীপূর্ণিমা ❀ ২০১১ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

❁ পারমার্থিক ❁

❁ মাসিক পত্রিকা ❁

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব) মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৯০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী,
১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৯৭৬০২৭৭৮৭৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড জেলা-মথুরা, (ইউ. পি.), পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর), গুয়াহাটী-৮, ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১০৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১০৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১০৫
৪।	হরিভজন নিত্যমঙ্গলের সন্ধান দেয়	শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ	১০৭
৫।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১০৯
৬।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত	১১১
৭।	সমগ্র উত্তরভারত পরিক্রমা ও দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সেমিনার	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	১১৫

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

''ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥''
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

''ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥''
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৮ বর্ষ ❀ জানুয়ারী ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ ২০১১ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

অনুচৈতন্য জীবগণ কোন্ সময় প্রেমের বন্যা উদয় করাইতে সমর্থ হয়?

''অখণ্ড অগ্নি হইতে যেরূপ অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ হইয়া থাকে, অখণ্ড চৈতন্য-স্বরূপ কৃষ্ণ হইতে তদ্রূপ জীবসমূহ নিঃসৃত হয়। অগ্নির একটি একটি বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ পূর্ণ অগ্নিশক্তি ধারণ করে, প্রতি জীবও তদ্রূপ চৈতন্যের পূর্ণ-ধর্ম্মের বিকাশ-ভূমি হইতে সমর্থ। (একটি বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ বায়ু-সাহায্যে মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটি জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে কৃষ্ণচন্দ্র, তাহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহা-বন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।'' *— জৈঃ ধঃ ২য় অঃ*

সুকৃত ও দুষ্কৃতের দশা কি?

''অন্তর্ম্মুখদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত, তাঁহারা সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম লাভ করেন। আর যাঁহারা অতি ভাগ্যবন্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গে বহু দেব-আরাধন বা নির্ব্বিশেষ-অবস্থা আশা করেন।'' *'—ভজন-প্রণালী', হঃ চিঃ*

জীবের বন্ধন-দশাটি কি?

''জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ-শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহারই বন্ধন; সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ-বিনা অর্থ-দর্শন-মাত্র, স্বশিরচ্ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম-মাত্র।'' *—'জীবতত্ত্ব', শ্রীভাঃ মাঃ ৭।২২*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

''আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার''—এইরূপ একনিষ্ঠ না হইলে কৃষ্ণোপাসনা হয় না। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

''আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।''

''কৃষ্ণের আমি, আমার কৃষ্ণের সব''—এইরূপ অকিঞ্চনা ভক্তি যাঁহার আছে, তাঁহারই কৃষ্ণোপাসনা সম্ভব।

আমি তুমি ও তিনি—এই তিনটি পুরুষের মধ্যে 'আমি'—এই প্রথম পুরুষের সহিতই আমার সম্বন্ধ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে আমার 'আমি'র কথা যে পরিমাণ আছে। সেই পরিমাণে আমার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ, নতুবা আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আমি চাই—সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা, আমার স্বার্থের বিষয়—একমাত্র কৃষ্ণ এবং আমি কৃষ্ণের; ইহা ব্যতীত কৃষ্ণেতর স্বার্থে আমার কোন সহানুভুতি নাই।

যাঁহারা কৃষ্ণকে সর্ব্বস্ব দেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব লাভ করিতে পারেন। যাহাদের কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষদ্বয়ে কিছু দিবার আছে তাঁহারা কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণ প্রীতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণসেবা ভিন্ন নানা কার্য্য পড়িয়া যায়। দেশসেবা মনুষ্যসেবা, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির সেবা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সেবার কথা তখনই আসিয়া পড়ে। তখন আমরা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্ম-সেবাসৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হই। গুরুকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত আমার আর কোন স্বার্থ নাই। এই বিচারে প্রকৃত স্বার্থপর হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমানের কার্য্য।

'কৃষ্ণ' এই নামটিতেই ভগবত্তার পরিপূর্ণ পরিচয় আছে। অন্যান্য মানবকল্পিত নামে চিদাচিৎ-এর সহিত সম্বন্ধ থাকায় কৃষ্ণমাধুর্য সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হয়নি। আংশিক দর্শনকে মাত্র বহুমানন করিয়া সম্যগ্ দর্শন লাভে বঞ্চিত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা মতবাদের সৃষ্টি হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনই গৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের পূর্ণ সৌভাগ্যলাভের সুযোগ দিয়াছেন। ভগবান্ দশটি পাঁচটি তত্ত্ব নহেন। ভগবৎপ্রীতির পরিপূর্ণতা না থাকায় আমরা শ্রীভগবানকে নিত্যচিদ্‌বিলাসময় বা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারি না। প্রীতির আংশিকত্বহেতু ভগবদ্দর্শনেরও বিভিন্ন আংশিক প্রকাশ লক্ষ্য করি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত জীব তাঁহার পূর্ণ সৌভাগ্যলাভে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবেন।

দ্রাবিড়দেশে মহাভূতপুরীতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কেবলাদ্বৈত নির্ব্বিশেষবাদের হেয়ত্ব প্রদর্শনকল্পে এবং ব্যাসদেবের শক্তি পরিণামবাদের সুষ্ঠত্ব বিচার সংস্থান উদ্দেশে যিনি জগদ্‌গুরু আচার্য্যনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার নিত্যত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক মর্য্যাদা বা বিধিমার্গে সার্দ্ধাদ্বিতর রসে বৈকুণ্ঠপতির আরাধনায় বিষয় লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সিদ্ধান্তের পূর্ণতা বিধানের জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের বিশ্রম্ভ বা রাগমার্গে অবশিষ্ট পঞ্চার্দ্ধরসের বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্নিম্বার্কেরও বিচারসমূহের সুষ্ঠুতা ও পূর্ণতা সম্পাদনপূর্ব্বক মহাপ্রভু নিজভজনমুদ্রাদ্বারা অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল মধুররসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিষয়ের প্রীতি কিরূপ নবনবায়নমানভাবে অনন্তগুণে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা ভাগ্যবান্ নির্ম্মৎসরজনগণের গোচরীভূত করিয়াছেন। সুতরাং এমন মহাবদান্যবতারী অমন্দোদয়-দয়াবারিধি গৌরহরি ব্যতীত আর কে আমাদের শরণ্য হইতে পারেন?

আমার প্রভুর প্রভু গৌরসুন্দরের শিক্ষা—কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার শতকরা শত অংশ সেবা আমারই; অন্য কাহাকেও তাঁহার অংশীদার জানিয়া আমার সেবাশ্রম লাঘবের চেষ্টা হইতে কৃষ্ণে কখনও আমার পূর্ণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে না। ''আমি কৃষ্ণের পূর্ণ সেবাবিধানে অসমর্থ হওয়ায় অপর কেহ তৎপূর্ণতা বিধানে সমর্থ হইলে আমি আমার আংশিক সেবাদ্বারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য করিব—কৃষ্ণকে পূর্ণ সেবালাভে বঞ্চিত করিয়া আমার ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করিব অর্থাৎ নিজেও সম্পূর্ণ সেবা করিতে পারিব না অন্যে করিলেও তাহা দেখিতে পারিব না, ইহা আদৌ সেব্যের প্রতি সেবকের

প্রীতিমূলক সেবাধর্ম্ম নহে, উহা মৎসরতা বা সেবাধর্ম্মের বিপর্য্যয় মাত্র।

শ্রীবার্ষভানবীর গণে—রূপানুগগণে গণিত হইলেই কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপালাভে সমর্থ হওয়া যায়; সেখানে সেই সেবাই সৌন্দর্য্য ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। মাৎসর্য্যের তথায় অবকাশ নাই। শ্রীবার্ষভানবীদেবী তদনুগ জনকে নির্ব্ব্যলীকভাবে-কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণসেবাধিকার দিয়া কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। 'তুমি'-'তিনি'দের বিচারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অকপট কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ না হইয়া তর্কপন্থাবলম্বনে কৃষ্ণসেবাধিকার আদায় করিতে গেলে ভুক্তি ও মুক্তি-পিশাচীদ্বয়ের কবলে পতিত হয়।

আমাদের সকলেরই হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের প্রার্থনা রহিয়াছে। 'তুমি' ও 'তিনি'কে পাইয়া সেই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। আনন্দ পাইতে চায়—'কৃষ্ণের আমি' ও 'আমার কৃষ্ণকে'; তাহা না হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না—আশা পূরিবে না। আনন্দ চায়—কৃষ্ণের 'আমি' আমাকে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করাইতে; 'তুমি'র মধ্যেও চাহে—'আমি'কে স্থাপন করিতে, 'তিনি'র মধ্যেও চাহে 'আমি'কে বসাইতে। যে-'তুমি'-তিনি'র মধ্যে তাহার 'কৃষ্ণের' 'আমি' নাই, যে 'তুমি'-'তিনি'র সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যে দিন আমরা আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের সকল চেষ্টা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৎপর করিতে পারিব, যেদিন 'কৃষ্ণ আমার, আমি কৃষ্ণের' —ইহা ছাড়া আর ইতর দর্শন থাকিবে না, সেই দিনই আমার সত্য সত্য কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে সত্য সত্যই কৃষ্ণকথা শ্রবণদ্বারা সত্য সত্য কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ হইবে, সেই দিনই আমাদের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতারূপ কর্ণমল মধুকৈটভাসুর বিনষ্ট হইবে। তখন শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন ও কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণের সুষ্ঠুতাক্রমে শ্রবণদশা, বরণ-দশা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বরূপসিদ্ধ ও তৎপরে বস্তুসিদ্ধি লাভ হইবে। সুতরাং 'আমি'র বিচার ঠিক হওয়া দরকার। আমি ঠিক—সব ঠিক আমি বেঠিক, সব বেঠিক।

(ক্রমশঃ)

হরিকথা প্রসঙ্গ

শ্রীনামই জীবের জীবন। নন্দলাল শ্রীহরিই—শ্রীনাম; তিনি গোপীজনবল্লভ—শ্রীরাধানাথ। নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া নিরপরাধে তাহা কীর্ত্তন করিতে হইবে। তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিতে হইবে—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ। নিরন্তর হরিনাম না করিলে হরিসাক্ষাৎকারের আশা নাই। যেখানে নিরন্তর হরিচিন্তা, সেখানে অন্য চিন্তার অবকাশ কোথায়?

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥''

জীব কৃষ্ণদাস—শ্রীনামের কিঙ্করানুকিঙ্কর। শ্রীনাম ও শ্রীনাম-সর্ব্বস্ব ভক্তগণ ব্যতীত কাহারও সহিত জীবের কোন সম্পর্ক নাই। 'আমি কৃষ্ণদাস'—ইহা জানিতে পারিলেই জীবের সমস্ত অসুবিধা কাটিয়া যায়। জড় বিষয় জীবের প্রয়োজন নয়। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাবশতঃ বিষয়াঙ্ক্ষাই জীবের দুর্দ্দশা। কৃষ্ণকৃপায় যতদিন আমার সংসারনিবৃত্তি না হয়, ততদিন আমাকে 'আমি কৃষ্ণের'—এই সম্বন্ধ জানিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনযাত্রোপযোগী বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। অভাব ও রোগশোকাদিজনিত দুঃখ এবং স্বাস্থ্য-বল-বিদ্যাদিজনিত সুখরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। চিৎস্বরূপ আমার জড়বিষয়ে কিছু দরকার নাই—ইহা জানিয়া দৈন্যের সহিত 'হে কৃষ্ণ, হে গৌরহরি, কবে আমি তোমাদের শুদ্ধদাস্য লাভ করিতে পারিব? বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভগবান্‌কে ডাকিলে এবং এইরূপ দীনহীন কাঙ্গাল হইয়া জীবনযাপন করিলে করুণাময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। দীনহীন না হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। দীনকেই ভগবান্ দয়া করেন। নিজেকে পতিত বলিয়া জানাই দৈন্য। দৈন্যই ভক্তের ভূষণ। ভক্তগণ উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম বলিয়া

জ্ঞান করেন। বিষয়বিরক্তজনিত দৈন্য, নির্ম্মৎসরতালক্ষৃতা দয়া, মিথ্যাভিমানশূন্যতা ও সকলকে যথাযোগ্য সম্মান-দান—এই চারিটি গুণ ভক্তমাত্রেরই আছে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

''কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠাবর্জ্জন।
চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন ॥''

হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার মত পতিত, অযোগ্য, নরাধম, অপরাধী ও হতভাগ্য আর কেহ নাই, আমি সকলের অপেক্ষা দীনহীন ও অধম—ইহাই দৈন্য। দীন কখনও নিজ বল-ভরসার দাম্ভিকতা রাখেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ বলেন,—

''কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই ॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার ॥''

কৃষ্ণই দীনের আশা-ভরসা; তাহার অন্য কোন সহায়-সম্বল নাই।

ভক্ত তৃণাদপি সুনীচ। এ জগতের তৃণেরও 'আমি এ জগতের কিছু' বলিয়া জাগতিক অভিমান আছে, কিন্তু ভক্তের জাগতিক কোন অভিমান নাই; তিনি ভগবদ্-দাসাভিমানী। জাগতিক অভিমান বিরূপের অভিমান বা ভোক্তৃ-অভিমান; তাহা স্বরূপের অভিমান নহে। আমি এ জগতের নহি, আমি জগদীশের ভৃত্যানুভৃত্য—এই অভিমান তৃণাদপি সুনীচতা। ভক্ত আপনাকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হীন বলিয়া জানেন। তিনি প্রত্যেক পরমাণু ও প্রত্যেক অণুচিৎ জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া কোন বস্তুকে নিজাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন না; পরন্তু হিংসাকারীরও মঙ্গল কামনা করেন। ভক্ত বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু। বৃক্ষ যেরূপ ছেদন-কারীকে কিছু না বলিয়া তাহাকে ছায়া ও ফল দান করিয়া তাহার উপকার করে, কৃষ্ণভক্তও তদ্রূপ কাহারও আক্রমণে অসন্তুষ্ট না হইয়া শত্রু-মিত্র সকলের উপকার করিয়া থাকেন; কারণ, তিনি নির্ম্মৎসর। ভক্ত জীবদুঃখকাতর; সুতরাং জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি শুদ্ধ হরিনাম করেন, তাঁহার জীবের প্রতি দয়া আছেই। 'আমার সঙ্গী জীবগণের কিরূপে ভগবানে রতি হইবে, তাঁহারা মায়ান্ধ হইয়া পুত্র-কলত্রাদি অনিত্য বিষয় লইয়া সর্ব্বক্ষণ কষ্ট পাইতেছে, তাঁহাদের অনর্থ খুব বেশী থাকায় জড়বিষয়ে বিরক্তি হইতেছে না, আশাপাশাবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ভুলক্রমে তুচ্ছ-দুঃখপ্রদ ও ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের আত্মদর্শন ও শ্রীনামে রুচি কি করিয়া জন্মিবে,'—এইরূপ চিন্তা করিয়া দয়ালু ভক্ত সকলের নিকট হরিকথা বলেন এবং সকলকে হরিনাম করিতে উপদেশ দেন। মাদৃশ অপরাধী জীবের প্রতি তাঁহাদের এত দয়া!

ভক্ত—অমানী। ধন, রূপ, জাতি ও বলাদির অভিমান—বৃথা অভিমান। ভক্তের এই বৃথা অভিমান নাই। তিনি জগতের কাহারও নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা বা সম্মানাদি চান না। তিনি বর্ণের ও আশ্রমের অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণৈকচিত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করেন।

আমরা অপরাধী জীব সত্য; কিন্তু যদি আমরা শ্রীনামকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জানিয়া কাতরভাবে ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দিবেন। আহ্বানের মধ্যে ভেজাল থাকিলে সাড়া পাওয়া যাইবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

''নাম-নামি-ভেদ নাই বেদের বচন।
তবু নাম নামী হইতে অধিক করুণ ॥
কৃষ্ণ-অপরাধী যদি নামে শুদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি' ॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দসাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥
বিগ্রহস্বরূপ-বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি ॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপচরণে।
বাচকস্বরূপ-নামে রতি অনুক্ষণে ॥

নামকীর্ত্তনরূপ সাধনভক্তির শুদ্ধস্বরূপ এবং সাধকের কামনা কি, তাহা শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকে জানাইয়াছেন,—

''ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ী ॥''

—হে জগদীশ, হে জগন্নাথ শ্রীনাম, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক—ইহাই প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণদাস্যের প্রতি লৌল্য এবং ধনজনাদি কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য বা উদাসীনতা স্বাভাবিক। ভক্ত যে ভগবদ্ দাস্য ছাড়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ কিছুই চান না, তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ভগবদ্দাস্যকাম বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কামনা যাঁহার আছে, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই ভক্তের লক্ষণ। যেখানে অন্যাভিলাষ বা কর্ম্মজ্ঞানের আবরণ আছে, তাহাকে শুদ্ধভক্তি বলা যায় না, তাহা ভক্তাভাস মাত্র; আবার কুটিলতা থাকিলে তাহা অপরাধমধ্যে গণ্য। তাই ভক্ত দৈন্যভরে দাস্যভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

হরিভজন নিত্যমঙ্গলের সন্ধান দেয়

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

কানাডা, ০৯/০৯/২০০৯

পরম আরাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে প্রণতঃ হয়ে আজ আমরা নারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বাসভবনে এসেছি। আমাদের জীবনের বহু ঘটনার মতোই এই ঘটনাটা লাগলেও এই ঘটনাটা অদ্ভুত এবং অপরিকল্পিত। ভগবানের কথা প্রসঙ্গে যখন আমরা আসি তখনই আমাদের প্রকৃত সময়টার সদ্ব্যবহার করা হয়। আমরা হরিপ্রসঙ্গ ছাড়া জীবনে যত অন্য প্রসঙ্গ করি না কেন-সব অনিত্য ফল প্রসব করে। আর হরিপ্রসঙ্গে যেটুকু সময়, যেটুকু energy, আমাদের দেহ দেহী ক্রিয়া সার্থক করার জন্য ব্যয় করি সেটুকু মঙ্গল আনয়ন করে। **হরিভজন মঙ্গলের সন্ধান দেয়।** আমরা অমঙ্গলের রাজ্যে ঘোরাফেরা করছি, অনিত্য সংসারে আমরা কূপমণ্ডুকের মতো—'সব আমার এখানে আছে মনে করে' বসে থাকি কিন্তু এগুলো নিতান্ত ব্যধিত (?) তুচ্ছ, নিতান্ত মূল্যহীন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন ''যারা হরিভজন করেন না তারা নির্বোধ অর্থাৎ তাদের সব কিছুর বুদ্ধিমত্তাকে প্রশংসা করা যায় না।'' সে বুদ্ধিমত্তা কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন যে—ভগবানের প্রসঙ্গ এবং পরিচর্যার দ্বারা আমরা নিত্য আনন্দের ধামে যেতে পারি। (আর) অনিত্য অকিঞ্চিৎকর বস্তু নিয়ে আমরা খুব মাতামাতি করছি, এটা কোন বিজ্ঞের কথা নয়, সাক্ষাৎ ভগবান-শাস্ত্রের দ্বারাই এসব কথা বলেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এজগতে এসে গুরুবর্গের করুণা ধারাকে প্রবাহিত করেছেন, ঠিক ভগীরথের, গঙ্গা ধারা আনয়ণের ন্যায়। গঙ্গার ধারা তিন লোককে পবিত্র করে, যথা স্বর্গের মন্দাকিনী, মর্তের ভাগীরথী, পাতালের ভগবতী গঙ্গা। এইরকম ভাবে গুরুবর্গের করুণা ধারা জীবের কল্যাণ রচনা করে চলে যাচ্ছেন। তেমনি আমরা যে সমস্ত চিন্তন থেকে অতি দূরে আজ পড়ে আছি সেই চিন্তনকে পুনরায় জাগাতে হবে। জীবের কল্যাণের জন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন, অবতার লীলা করে মহাপ্রভু জীবকে আনন্দময় ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহামন্ত্র আদি রটন করেছেন। মহাপ্রভু বলেছেন—'কলিযুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। অন্য কিছু কৈলে নাহি হয় পার। সেই তো সুমেধা কলিহত জন' যারা মনে করে আমরা আমাদের বুদ্ধি বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা এবং physical শক্তির দ্বারা আমরা এই সংসার হতে তারণ হয়ে যাব, কিন্তু তা হয় না। আমরা পুনঃপুনঃ সংসারে

আসি আর পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ মালায় entangled হয়ে যাই। এখানে আমাদের আসক্তিটা জগতের জিনিসের প্রতি হওয়াতে আমাদের মোহ আনয়ন করে, এই মোহে আমরা মোহিত হয়ে ভগবানের চরণ ভুলে যাই, ভগবৎ স্মৃতি আমাদের আসে না। সেইজন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তনে বলেছেন ''তুয়াপদ বিস্মৃতি আ-মর যন্ত্রণা, ক্লেশ দহনে দহি যাই।'' মরণ পর্য্যন্ত কেবল যন্ত্রণাই আমাদের ভোগ করতে হয়। সেইজন্য আজ একটু সুস্থ হয়ে বাস্তব বস্তুর চর্চা করা হোক যার দ্বারা আমাদের অনন্ত মঙ্গল, তা তার মধ্যে আছে। আমরা মনে করছি যে এই বাহুবল চিরকাল থাকবে কিন্তু না, থাকবে না, বুদ্ধি বিদ্যা পাণ্ডিত্য সবকিছুই নাশশীল বস্তু। বাস্তব বস্তুর চর্চা করাটা প্রশংসনীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রশংসা করেছেন কেন—'ভারতভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জীবন সার্থক করি করো পর উপকার।' মহাপ্রভু বলছেন, পর উপকার মানে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সম্বন্ধে conscious হওয়া এবং অপরের জন্য সে রাস্তা খুলে দেওয়া। এই করতে করতে আমাদের জীবনের সহস্র বিপদ আপদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সৎ চিন্তনের দ্বারা, সৎ সাধুর আশয় বুঝে তাদের জীবন গঠন করার দ্বারা আমরা নিত্যমঙ্গল লাভ করতে পারি। উদ্ধবজীকে বলছেন ভগবান ''এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিনাম্'' সত্যবস্তু লাভ করবার জন্য মনীষার আমরা অপ গ্রহণ না করি। সত্য বস্তু লাভ করবার জন্য যারা চেষ্টান্বিত হন তার বুদ্ধিমত্তাকে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলেছেন 'এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি' বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধিমত্তা মনীষীগণের মনীষা। এইজন্য আমাদের যতকিছু লাভ করার জন্য চেষ্টা করা যাক না কেন human life is the best befitting. Human life-টা এত সুন্দর ভাবে conceived হয়েছে যে এর দ্বারা বিষয় আশয়-ভোগ এসব তো আমরা পেতেই পারি কিন্তু এর দ্বারা আমাদের নিত্যধেয় বস্তু ভগবানকেও ধ্যানগম্য পথে আনতে পারি। ভগবানের ধ্যান শেখাচ্ছে শ্রীমদ্‌ভাগবত—'সত্যং পরম ধীমহি'। (ভাঃ ১।১।১) কিন্তু এই সত্যপর বস্তুকে ধ্যান না করা পর্য্যন্ত আমাদের ক্ষণিক লাভ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় যে আমরা বিষয় ধ্যানে মত্ত হয়ে গেছি, এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। ভগবান মায়ার দ্বারা এই জগতটা সৃষ্টি করেছিলেন। ভগবান মায়ার দ্বারা সৃষ্টি করে আমাদের আপাত লাভ আপাত প্রেয় এই সমস্ত জিনিস দান করবার জন্য সাজানো রয়েছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলছে যে প্রেয় আর শ্রেয়। শ্রেয় বস্তু লাভ করবার জন্য আমাদের চেষ্টান্বিত হওয়া দরকার। শ্রেয় বস্তু মানে নিত্য কালের মঙ্গল প্রসব করে যে বস্তু, যার থেকে আমি নিত্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারি। স্নেহ, বাৎসল্য আদি যা নিত্য যেটা হয়, এখানে মাতাপিতা হয়ে বাচ্চার প্রতি স্নেহ বাৎসল্য সেটা থাকে না। হয় ছেলে ছেড়ে চলে যায়, না হয় আমাদের ছেড়ে চলে যেতে হয়। জগতের এই যে প্রিয়তা ক্ষণে আনন্দের আশ্রয় ক্ষণে দুঃখ নেমে আসে, এইজন্য কোনটাকেই আমরা accept করতে পারি না, শাস্ত্র সায় দিচ্ছে না। সায় দিচ্ছে যে, 'শ্রেয় বিষয়ঃ অবকাশ' অসাবধানতার জন্য আমাদের দুঃখ হয়েছে। শ্রেয় সাধন করতে হবে। নিঃশ্রেয়সায় বস্তুর সাধনের থেকে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়। সেইজন্য প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তে আমাদের নিঃশ্রেয়সায় বস্তুর আহরণের জন্য লাভ করবার জন্য চেষ্টান্বিত থাকা দরকার। কেননা, আমরা মনে করছি আমাদের শরীরটা একবারে অনাদিকালের জন্য সুন্দর সবল থাকবে, তা নয়, আমরা যা পেয়েছি সব হারিয়ে ফেলেছি, হারাবার পথে আছি কিন্তু এই যা পেয়েছি তাকে যদি সার্থক করতে হয় তাহলে আমাদের 'নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।'

''লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহূসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তুর্ণংযতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥''
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

এখানে ভগবানের সেবায় বা ভগবানকে লাভ করবার ভগবানের যে নিঃশ্রেয়সায় বস্তু লাভ করবার সাধন দেখিয়েছেন তাতে আমরা প্রমত্ত হতে পারি।

''জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি—
র্যে প্রায়শোঽজিতো জিতঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥''

এজন্য বলছেন ভগবানকে কারা পাবেন, না, এই class-এর লোক পাবে—যারা কর্ম, জ্ঞানাদির রাস্তাকে তুচ্ছ করে কিছু সময় ভগবানকে জানবার জন্য সাধুর কাছে প্রপত্তি নিয়ে প্রাণদুটো দিয়ে ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করবে, নিঃশ্রেয়সায় বস্তু লাভ করবার জন্য চেষ্টান্বিত হবে। এটা গল্প বলা হচ্ছে না শাস্ত্রের নির্যাস করে বলছেন ''জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম।' আমাদের বেঁচে থাকার তাৎপর্য্য হচ্ছে ভগবানকে স্মৃতিপটে আনা, ভগবানের ধ্যান করা। কিন্তু আমি যদি ভগবানকে ধ্যান না করতে শিখি তাহলে কোথায় থাকে আমার মাতৃত্ব? বাৎসল্য পিতৃত্ব বা থাকে কোথায়? দেশবাসীর প্রতি যে প্রিয়তা সে কোথায় থাকে? যার বিহনে আত্মার বিহন হয়ে গেলে এখনই শরীরটা জড় হয়ে যাবে, পচনশীল বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে। সেইজন্য ''যে পিতা ক্রোড়ে পুত্র বৈসে মহাসুখে। প্রাণ বা ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে। অতএব কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার তাহানে করে প্রীতি স্নেহ ব্যবহার। জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে অন্য প্রাণী। কৃষ্ণ না বলিতে পারে হেন সুমধুর বাণী।'' কৃষ্ণ না বলতে পারার দরুণ সংসারে আমরা ক্রমশঃ জন্ম মৃত্যু মালায় প্রবিষ্ট হচ্ছি। আপনাদের যদি মনে হয় আমরা শান্ত, সজ্জন ব্যক্তি দেখুন আপনারা বিচার করে এসব কথা যথার্থ উপলব্ধি করুন। কপিলদেব মাতাকে বলছেন—

''সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥''

(ক্রমশঃ)

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

সংসার-সমুদ্র—এই সংসার—দুঃখজলধিস্বরূপ। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীব এই ভীষণ উত্তালতরঙ্গায়িত দুঃখসমুদ্রে পতিত, দুর্ব্বাসনারূপ নিগড়ে বহির্ম্মুখ জীবের হস্ত-পদাদি বন্ধ, সুতরাং সন্তরণ-দ্বারাও নিজে নিজে উদ্ধার লাভ করিবার সামর্থ্য নাই, তদুপরি কাম-ক্রোধাদি কুম্ভীর ও মকরাদি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, তন্মধ্যে আবার আশ্রয়-বিহীন। এইরূপ অবস্থাপন্ন জীবের সংসার-ভোগ বা সংসার-ত্যাগের চেষ্টা-দ্বারা দুঃখজলধি উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। এই সংসারদুঃখসমুদ্রকে যতই আশ্রয়নীয় বোধে ভোগ-বুদ্ধিতে আকড়াইয়া ধরা যাইবে, ততই দুঃখ-সমুদ্রের অতল গর্ভে তলাইয়া যাইতে হইবে—অনন্ত ক্লেশের মধ্যে পতিত হইতে হইবে। আর যদি কেহ নিজ-অধ্যবসায় ও অহমিকা-প্রভাবে এই সংসারসমুদ্রকে পরিত্যাগ করিবেন, বিচার করেন, সংসারের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া তৎ-প্রতি কেবল বিরাগী হইয়া পড়েন, তাহাতেও তাহার সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হইবে না। কারণ, জীব নিরাশ্রয়—তাহার হস্ত-পদাদি নানাপ্রকার দুর্ব্বাসনায় বদ্ধ। ''নিজ-আরোহ-চেষ্টায় আমি সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইব''—ইহাও সংসারসমুদ্রে পতিত নিরাশ্রয় জীবের বহু দুর্ব্বাসনার অন্যতম। পরম মুক্ত মহজ্জন আমার বদ্ধ হস্ত-পদাদি খুলিয়া না দিলে আমি কি প্রকারে কেবল নিজের চেষ্টায় সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি? আমি কাম-ক্রোধাদি নক্র-মকর-সমূহকে নানা উপায়ে কিছুকালের জন্য স্তব্ধীভূত রাখিয়া যে সংসার-দুঃখ-সমুদ্র হইতে রক্ষা পাইব মনে করি, তাহাও অসম্ভব। কারণ, কাম-ক্রোধাদি সাময়িকভাবে স্তব্ধীভূত হইলেও কিছুকাল পরে আবার অধিকতর প্রবল বেগে

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। কৃত্রিম উপায়-সমূহ-দ্বারা কাম-ক্রোধাদি জীবের চেতনতার সহিত নিত্য অনুস্যূত আছে। কাজেই উহাদের উচ্ছেদ-সাধন অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। কাম-ক্রোধাদিকে যদি কোনও যথাযোগ্য বিষয়ে চালিত করা যায়, তবেই কাম-ক্রোধাদির বিষক্রিয়া নষ্ট হইতে পারে—কাম-ক্রোধাদি শত্রুর কার্য্য না করিয়া বন্ধুর কার্য্য করিতে পারে—অভীষ্ট-বিনাশকের কার্য্য না করিয়া অভীষ্ট-সহায়কের কার্য্য করিতে পারে। সংসার-সমুদ্রে পতিত যে-সকল নিরাশ্রয় জীব সংসারকে দুঃখকর স্থান মনে করিয়া নিজ আরোহ-চেষ্টা দ্বারা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রয়াস করেন, তাঁহাদের প্রাপ্য দশার কথা শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

(ভাঃ ১০।২।২৬)

হে পদ্মলোচন, আপনাতে শরণাগত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যে যাঁহারা আপনাদিগকে সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি মনে করিয়া আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়ের প্রতি বিমুখ হন, তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাঁহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াও আপনার পাদপদ্মাবলম্বন অনাদর করায় সেই স্থান হইতে অধঃপতিত হন।

শ্রীগুরু-কৃষ্ণের পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত এই সংসারসমুদ্র উত্তরণের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বা সনাতন শাস্ত্রের এই শিক্ষা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে উক্ত আদর্শ দ্বারা প্রকটিত হইয়াছিল। এই শিক্ষা অবন্তী-নগরীর ত্রিদণ্ডিভিক্ষু একদিন শ্রীমদ্ভাগবতে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—শ্রীল গৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অব্যবহিত পরে ঐ গীতি গান করিতে করিতে পর্য্যটন-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং হরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

আমি প্রাচীন মহর্ষিগণের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ এই ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়-পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম নিষেবণ-দ্বারা দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ উত্তীর্ণ হইব।

মহাজনের পথে যে পরাত্মনিষ্ঠা এবং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা, তাহাই সংসার-সমুদ্র উত্তোরণের একমাত্র উপায়, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল। ভোগ বা ত্যাগাদি চেষ্টা-দ্বারা, অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি চেষ্টা দ্বারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস গাহিয়াছেন,—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগুরুদেবের সেবা ব্যতীত—ভজনা ব্যতীত কেহই এই কাম-ক্রোধ-নক্র মকর-সঙ্কুলিত, উত্তালতরাঙ্গায়িত সংসারদুঃখজলধি অন্য কোনও উপায়ে উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য-প্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্যের প্রেরিত নিজ-জন যখন কৃপা-পূর্ব্বক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন একমাত্র তাঁহার নিষ্কপট সেবাতৎপর হইলেই কামক্রোধাদি নক্র-মকর যেখানে আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য নিরন্তর মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, যেখানে ভীষণ কালবৈশাখী উত্থিত হইয়াছে, যেখানে নিরাশ্রিত আমরা কর্ণধার-বিহীন অথবা অসদ্, অযোগ্য, অপটু কর্ণধারের আশ্রিত নৌকায় আরোহণ করিয়া নক্র-মকরাদির সদ্য গ্রাস-স্বরূপ হইয়াছি, সেইরূপ ভীষণাদি ভীষণ সংসার জলধি উত্তীর্ণ হইতে পারি। শ্রীচৈতন্য-নিজ-জন শ্রীগুরুকর্ণধারের আশ্রয়ই সংসার-সমুদ্র উত্তোরণের একমাত্র উপায়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—এই শিক্ষাটি শ্রীগৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক প্রদর্শনীতে একটি আদর্শের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন জীব সত্য সত্য নিষ্কপটে এই সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন, তখন নিষ্কপটে আর্ত্ত হইয়া বলেন,—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-
ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য
চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত

যাঁহারা গৌড়ীয় মঠকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই বা কে কতটা বুঝিয়াছেন?

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বুঝিয়াছেন বলেন, তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠকে প্রকৃত-প্রস্তাবে কতটা বুঝিতে পারিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব। এই কথা আলোচনাকালে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর উক্তিদ্বয় স্মরণ হয়,—

কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ -সম বলরাম।"
কেহ বলে,—"চৈতন্যের বড় প্রিয়তম ॥"
কেহ বলে,—"মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বলে,—"কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥"
কি বা জীব নিত্যানন্দ, কি বা ভক্ত জ্ঞানী।
যা'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ)

* * *

কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নর-নারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যা'তে অবতারী ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ২য়)

স্ব স্ব যোগ্যতানুসারে অনিন্দক হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা যাঁহারা যতটুকু বুঝিয়াছেন এবং আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম ও স্ব স্ব চরিত্রে অনুশীলন করিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে উপরিউক্ত উক্তিদ্বয় উদ্ধৃত হইতে পারে।

আর একশ্রেণী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রকৃত অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই; কেবল বাহ্য আচার-বিচার, ঐশ্বর্য্য প্রভাব এবং প্রচারের আনুষঙ্গিক ও গৌণ উদ্দেশ্যকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারের ছাঁচে ফেলিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ বুঝিয়াছেন,—(১) শ্রীগৌড়ীয় মঠ অপর মতের নিরাস করিয়া নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, এই প্রকার হঠাৎ বিচারকগণের কেহ কেহ সচরাচর দৃষ্টান্ত হইতে বিচার করিয়াছেন যে, যেহেতু নিজ-মত প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অপর মতকে 'লঘু' করিয়া না দেখাইলে চলে না, তজ্জন্যই গৌড়ীয় মঠ অন্যান্য মতকে নিজ-মত অপেক্ষা খর্ব্ব করিতেছেন!

ইঁহাদের বিচারে বাস্তবসত্যের উপলব্ধি-গত ধারণার একান্ত অভাব। বাস্তবসত্য যে অসমোর্দ্ধ, ইহা তাঁহারা জাগতিক প্রতিযোগী বহু আপাত সত্যের ছবির পারিপার্শ্বিকতায় সর্ব্বদা বাস করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। আপাত প্রতীয়মান সত্যগুলি পরস্পর প্রতিযোগী; কিন্তু বাস্তবসত্যের প্রতিযোগী অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহার ঊর্দ্ধে আর কেহ নাই। কাজেই বাস্তব-সত্যকে অসমোর্দ্ধ বলায় অপর প্রকৃত বড় মতকে 'ছোট' করিবার প্রবৃত্তি, অভিসন্ধি বা চেষ্টা নাই। বাস্তবসত্যকে অসমোর্দ্ধ না বলাই 'সত্য'কে খর্ব্ব করা, সত্যের নিন্দা করা, নিজেকে সত্য হইতে পশ্চাৎপদ করিয়া রাখা। 'ভগবদ্‌বস্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' বলিলে জীব ও জড়জগৎকে ছোট বা তাহাদের নিন্দা করা হইল না, বরং তাহাতে ভগবদাশ্রিত অসমোর্দ্ধ তত্ত্বাশ্রিত জীব ও জগতের গৌরবই বর্দ্ধিত হইল। যাঁহাদের অসমোর্দ্ধ সত্যগ্রহণে ন্যূনাধিক বিমুখতা আছে, তাঁহারা এই কথাটি বুঝিতে না পারিয়া অসমোর্দ্ধ সত্যের প্রশংসাকে 'নিন্দা' বা সঙ্কীর্ণ 'সাম্প্রদায়িকতা', 'গোঁড়ামী' প্রভৃতি মনে করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের প্রচারক। সেই অসমোর্দ্ধ বাস্তব-সত্যের স্বরূপ যেখানে বিকৃতভাবে, অসম্যগ্‌ভাবে বা আংশিকভাবে প্রকাশিত, তাহা প্রদর্শন করিয়া অকৈতব বাস্তব-সত্যের পূর্ণতম স্বরূপ আবিষ্কার ও প্রচার করাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের কৃত্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা যাঁহারা বুঝিয়াছেন মনে করেন, তাঁহাদিগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারণা এই (২)—শ্রীগৌড়ীয় মঠ আর কিছু করুন, আর না-ই করুন, এই যে লোকদিগের জন্য বারমাস মহাপ্রসাদের অন্নসত্র খুলিয়া রাখিয়াছেন, উৎসবে দীন-দুঃখী-দরিদ্রকে ভোজন করান, এটা খুব ভাল কাজ করিতেছেন।

কেহ বলেন,—(৩) শ্রীগৌড়ীয় মঠের কল্যাণে বৈষ্ণব-ধর্ম্মটার খুব সম্মান হইল, ভদ্রলোকে পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি নাসিকা কুঞ্চন করিত। ইত্যাদি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতি আমাদের বিভিন্ন মনোধর্ম্ম—

কেহ আবার বলিতেছেন, গৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মের আংশিক কথা বলিতেছেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় কথা—রাইকানুর প্রীতির কথা, প্রেমের কথা গৌড়ীয় মঠ বুঝেন নাই; গৌড়ীয় মঠের লোক অধিকাংশই সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস-ধর্ম্মে, মর্য্যাদামার্গে, ঐশ্বর্য্যমার্গে ঐ সকল কথা বুঝা যায় না। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে এইরূপ কেহ কেহ নানা প্রকার 'মুরুব্বিয়ানা' করিয়া থাকেন! ইঁহারাও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্বন্ধে—শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের ধারা ও উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে কিছুই বুঝেন নাই।

আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলে কল্পিত গৌড়ীয় মঠের প্রচার-তাৎপর্য্য

কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয় মঠ বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটা নূতন প্রণালীতে নূতনভাবে প্রচার করিতেছেন;" কেহ বুঝিয়াছেন,—"গৌড়ীয় মঠের প্রচারে আমাদের অনেক ব্যয় বাঁচাইবার নজির পাওয়া গিয়াছে, আমরা দান-ধ্যানদিকে 'কর্ম্মমার্গ' বলিতে শিখিয়াছি, ঐরূপ যুক্তিবলে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা নিজেদের ধনকোষ বা ভোগ বৃদ্ধি করিতে পারিব, আমাদিগকে আর তথাকথিত গুরু-পুরোহিত (?), পাঠক, বক্তা, গায়ক কাহাকেও যখন কোন প্রকার দক্ষিণা দিতে হইবে না, তখন গৌড়ীয় মঠেরও আমাদের নিকট আর হরিসেবার্থ অর্থানুকূল্য গ্রহণ করিবার উপায় নাই, কারণ, আমাদের হরিসেবায় আনুকূল্য প্রদান না করার যে যুক্তি-অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রয়োগ করিয়াই আমরা বলিতে পারিব,—"এ ত' আপনাদেরই প্রচার্য্য বিষয়,—গুরু, গোস্বামী, পাঠক, বক্তার টাকা নিতে নাই; আপনারা অকপট হরিসেবার্থ অর্থ গ্রহণ করিলে ত' আপনাদেরও ঐ নিন্দিত ব্যক্তিগণের পর্য্যায়েই পড়িতে হইবে; আপনাদের আচার ও প্রচার পৃথক হইয়া যাইবে; আপনারা হরিসেবার্থ, শুদ্ধ-হরিকীর্ত্তন প্রচারার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহাতে একদিকে যেমন আমাদের ভোগের অর্থ আমাদেরই ভোগের ভাণ্ডারে থাকিয়া আমাদের ভোগের ইন্ধন যোগাইবে, আর একদিকে সাধুদিগকেও আমরা তেমনি ফল্গু প্রতিষ্ঠা (?) দিয়া ভোগ্য (?) দিতে পারিব; আমরা লোকের কাছে বলিতে পারিব—'গৌড়ীয় মঠ কেমন অর্থে নিস্পৃহ, ব্যবহারিক গুরু-পুরোহিতগণের ন্যায় তাঁহারা অর্থাদির আকাঙ্ক্ষা করেন না, আমাদিগের ভোগের ভাগীদার না হইয়া আমাদিগকে ভোগে খুব সুবিধা দিয়া থাকেন!' এইরূপে বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণ ও আর একদিকে আমাদের কল্পিত-ধারণার সাধুগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ (বিষয়ীর নিকট প্রতিষ্ঠাদি-প্রাপ্তি-দ্বারা) পরস্পর বেশ চলিতে পারিবে, তাহা হইলেই 'তুম্‌ভি চুপ, হাম্‌ভি চুপে'র স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

উপরি-উক্ত মনোধর্ম্মিগণও শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা বুঝেন নাই—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা ইঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ বহির্ম্মুখতার ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিষয়ী বহির্ম্মুখগণের মঙ্গল করিবার পরিবর্ত্তে তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রশ্রয় দান করিয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখিনী জড়া প্রতিষ্ঠায় পুষ্ট করিতে চাহেন না; উহাতে নিষ্ঠবন পরিত্যাগ করেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বলেন, এক বিষয়ীর ধন-কোষ, ভোগ ও ইন্দ্রিয়তর্পণ বৃদ্ধি করিয়া অপর বিষয়ীকে বঞ্চিত করা এবং বিষয়ীর অনর্থে আপনাদিগকে পরিপুষ্ট বা বিষয়ীর বঞ্চিত করা এবং বিষয়ীর অনর্থে আপনাদিগকে পরিপুষ্ট বা বিষয়ীর ইন্দ্রিয়তর্পণে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করা ভগবদ্ভক্তি নহে—উহা ভক্তিধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিচার ও আচার। ❑

শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ সমারোহ

গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের উদ্যোগে বিগত ২৭ শে নভেম্বর, ২০১০ বৈকাল ৪ ঘটিকায় বাগবাজার কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীটস্থিত গৌড়ীয় মঠের ২ নং গেটের সম্মুখে এক বর্ণাঢ্য পরিবেশে স্থানীয় অঞ্চলের বহু দুঃস্থ, দরিদ্র বস্তীবাসীদের শীতকালীন বস্ত্র, কম্বল ও চাদর বিতরণ করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কাশীপুর অঞ্চলের বিধায়ক শ্রীযুক্ত তারক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিশিষ্ট অতিথিরূপে পৌরমাতা মাননীয়া শিখা সাহা উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শীতকালীন বস্ত্র বিতরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, গৌড়ীয় মিশন এই প্রথমবার শীতকালীন বস্ত্র বিতরণ করলেও সেবামূলক কার্য্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম বিতরণ কার্য্যে অনেক আগে থেকেই আত্মনিয়োগ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন—'হাওড়া জেলার আমতা ২ নং ব্লক স্থিত আমলাগড়ি, দক্ষিণ কাঁকরোল, উত্তর কাঁকরোল, চকশালিকা, ঘনশ্যামচক প্রভৃতি গ্রামস্থিত সহস্র সহস্র বন্যার্ত্তদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিড়া গুড় প্রভৃতি শুকনা খাবার এবং প্রয়োজনীয় ওষধাদি বিতরণ করা হয়। বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ মিশন এইরূপ সেবামূলক কার্য্য করে চলেছে। মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পারমার্থিক পাঠাগার খোলা হয়েছে। পুরীতে আলালনাথে কুষ্ঠাশ্রমটি (আর্ত্তাশ্রম) ১৯৩৫ সাল হতে দরিদ্র ও দুঃস্থদের সেবারত। তাছাড়া তিনটি বৃদ্ধাশ্রম (কোলকাতা, বেনারস, পৈলান) রয়েছে। তাছাড়া বিদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রচার উদ্দেশ্যে লণ্ডন ও আমেরিকায় শাখা মঠ রয়েছে। সেখানে স্থানীয় ভক্তদের আমন্ত্রণে গৃহে গিয়ে গীতা-ভাগবত আদি ক্লাস নেওয়া হয়। তিনি এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বলেন এই কম্বল বিতরণ মিশনের সেবার একটি দিকমাত্র। প্রতি বৎসর এইরূপ অনুষ্ঠান করা হবে যাতে অন্ততঃ এলাকার অল্প কিছু দুঃস্থকেও শীতে কষ্ঠ পেতে না হয়।'

মাননীয় তারক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'গৌড়ীয় মিশন যেন নব জাগরণ হয়েছে। কিছুদিন আগে তিনি একটি মেডিকেল ভ্যান দান করেছেন। তার দ্বারাই বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির খুলে গ্রামে-গঞ্জে চিকিৎসা করে চলেছে। আমি মিশনের আরও উন্নতি কামনা করি।'

মাননীয়া পৌরমাতা শিখা সাহা বলেন—'আমি আগে

এই মঠে কখনো আসিনি। মঠে প্রসাদ পেলাম। এখানকার পরিবেশ ও সেবা ব্যবহার খুব ভালো লেগেছে।' তিনি মিশনের সেবা চেষ্ঠার প্রশংসা করেন। শেষে এলাকাস্থ যাদের শীতবস্ত্র কম্বল-চাদর নেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রথমে পৌরমাতা শিখা সাহা, পরে বিধায়ক শ্রীতারক বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে মিশনের সেবাসচিব মহোদয় এক এক করে বিতরণ করেন। ❑

মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কায় স্বাস্থ্য শিবির ও ঔষধ বিতরণ

বিশ্ববিখ্যাত গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক বিগত ১৭ ই ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ বেলা ১২ ঘটিকায় মুর্শিদাবাদ জেলায় ফারাক্কা ব্লকস্থিত নয়নপুর গ্রামের গৌর-নিত্যানন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের নির্দ্দেশে ও মঠের গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজের নিয়ামকত্বে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির এর উদ্বোধন করা হয়।

এই মহতী অনুষ্ঠানে মিশনের ভক্ত শ্রীজগন্নাথ ভকত, শ্রীবিশ্বনাথ ভকত, ডঃ সজল কুমার পণ্ডিত ও গৌর-নিত্যানন্দ মন্দিরের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ডঃ সজল কুমার পণ্ডিত তার ডিপার্টমেণ্ট সহ বেলা ১ ঘটিকা হতে প্রায় ২ ঘণ্টা ব্যাপী রোগীদের যথাযথ সুচিকিৎসা করেন। প্রায় ৮০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। মিশন কর্ত্তৃক রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এইকার্য্যে শ্রীজগন্নাথ ভকতের সেবা চেষ্ঠা প্রশংসনীয়। স্থানীয় গৌর-নিত্যানন্দ মন্দিরের সদস্যগণও অশেষ সাহায্য করেছেন। মিশন কর্ত্তৃপক্ষের দিক দিয়ে শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীবিনোদ কৃষ্ণ দাস সহায়তা করেন। স্থানীয় গ্রামবাসীগণ মিশনের এই সেবা কার্য্যে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বর্দ্ধমানের আমলাজোড়া গ্রামে চিকিৎসা শিবির

গত ৩রা নভেম্বর ২০১০ দূর্গাপুর শহরের পাশ্ববর্তী রাজরোধ সন্নিকটে আমলাজোড়া গ্রামস্থিত গৌড়ীয় মিশনের প্রাচীনতম শাখা শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠে একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। Healthy Heart For All সংস্থার সাহায্যে এই শিবির চলে। গ্রামবাসী বহু অসুস্থ ব্যক্তিদের Blood সুগার টেষ্ট ও Blood pressure আদি check করা হয়। প্রায় দুই শতাধিক দুঃখী দরিদ্র এর ফলে লাভান্বিত হন। স্থানীয় শ্রী কানাই লাল ভৌমিক-এর এ্যামবেসেডর আউট রিচ্ প্রোগ্রাম এই মহতী কার্যে বিশেষ সাহায্য করেন। স্থানীয় সকলে মিশনের এই সেবামূলক কার্যে ভূয়সী প্রশংসা করেন। মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ ও স্থানীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নিমি মহারাজ উক্ত কার্য দেখাশোনা করেন।

সমগ্র উত্তরভারত পরিক্রমা ও দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সেমিনার

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ

(সহসেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশনের আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ভারতের রাজধানীস্থিত দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশন কর্ত্তৃক আয়োজিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ এবং ভারত পরিভ্রমণের ৫০০ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে বিগত ১৮ই এবং ১৯শে নভেম্বর, ২০১০ দ্বিদিবসীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার ভারত ও ভারতের বর্হিদ্দেশ হইতে আগত বিদগ্ধ, উচ্চপদস্থ,

উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জনগণের উপস্থিতিতে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে এবং সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এতৎ প্রসঙ্গ দৈনিক হিন্দী পত্রিকা 'পাঞ্জাব কেশরী', 'নবভারত টাইমস্' এবং ইংরাজী 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গত ১৬।১১।১০ তাং দিল্লী গৌড়ীয় মঠ হইতে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের নির্দ্দেশে প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ দিল্লী-স্থিত চিত্তরঞ্জন পার্কে পৌঁছিলে কালীমন্দির সোসাইটির সভাপতি ডঃ শ্রীআনন্দ মুখার্জ্জীর উদ্দোগে এবং স্থানীয় শ্রীভারতী দত্ত ও শ্রীমতি প্রভা মজুমদার প্রভৃতির সহযোগিতায় কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া নগরসংকীর্ত্তন করা হয়।

এতৎ উপলক্ষে গৌড়ীয় মিশন দ্বারা পরিচালিত তিনটি বাসযোগে বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ২৫০ জন যাত্রী কোলকাতা হইতে ৩রা নভেম্বর যাত্রা করিয়া পথে গয়া, কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, বৃন্দাবন (৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা) ও শ্রীরাধাকুণ্ডাদি তীর্থাদি দর্শনান্তে গত ১৭।১১।১০ তারিখ মধ্যাহ্নে দিল্লী গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সহ শুভাগমন করিলে দিল্লী মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিদীপক শ্রীধর মহারাজ পুষ্পমাল্যাদি অর্পণ করেন ও যথারীতি তাঁর আরতি করা হয়। যাত্রীগণের যথাযথ বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং শ্রীবিগ্রহগণের উত্তম উত্তম ভোগপ্রদানের যথারীতি ব্যবস্থা ও পুষ্পমাল্যাদি উত্তম উত্তম শৃঙ্গারাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

উৎসবের মুখ্য পরিচালক শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন সেবকগণকে যোগ্যতা অনুযায়ী সেবাভার বণ্টন করিয়া উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করেন। ১৮।১১।১০ তাং যথাবিধি ঊষাকীর্ত্তন, মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির, বৃন্দাদেবী পরিক্রমান্তে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এক বর্নাঢ্য মহতী শোভাযাত্রা বর্হিগত হইয়া দিল্লী শহরের বিভিন্ন উপকণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুমার্গ, অরবিন্দ সরণী, গ্রীনপার্ক, ইসফসরাই, হাউসখাস মার্কেট, গৌতমনগর হইয়া ৯.৩০ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত নগরসংকীর্ত্তনে লালা মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ শ্রৌতি মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীপাদ চতুর্ভূজ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বনমালী ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণের উচ্চকণ্ঠে পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র, গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়, গোবিন্দা গোপালা মুরলীবদন শ্রীনন্দলালা,প্রভৃতি কীর্ত্তন ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় সর্বপ্রথমে সুসজ্জিত বৃন্দাদেবী, শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর ৫০০ তম বর্ষপূর্ত্তি সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় ব্যানার, ব্যাণ্ড পার্টি, অতঃপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝাঁকি, তৎপরে বিচিত্রবর্ণের পতাকাসহ পুরুষ ভক্তগণ, তৎপরে শ্রীল

গুরুদেবের সুসজ্জিত মোটরযান এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুসজ্জিত রথোপরি আলেখ্য তৎপশ্চাতে কাঁসর, করতাল, মৃদঙ্গবাদ্য এবং ভক্তগণের কীর্ত্তনধ্বনি ও মহিলা ভক্তগণের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে এক মনোরম গোলকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সবে নাশ ॥

কীর্ত্তনটির বাস্তবরূপ উক্ত নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় দিল্লী মঠের

নিকটবর্ত্তী আগষ্ট ক্রান্তি মার্গস্থিত সিরিকোর্ট অডিটোরিয়াম ১নং হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় অর্ন্তরাষ্ট্রীয় আলোচনা সভায় যথারীতি গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও ভক্তগণের কীর্ত্তনের মাধ্যমে শুরু হয়। মুম্বাই শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ সর্বপ্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্রাদি স্তব উচ্চস্বরে পাঠ করেন। তৎপরে গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ ও অন্যান্য ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যরচিত 'মলয় সুবাসিত' কীর্ত্তন দ্বারা আবাহন করেন। অত মহতাসীন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুবোধ কান্ত সহায়, Minister of Food Processing Industries, India, বিশিষ্ট অতিথি শ্রীমতি কিরণ ওয়ালিয়া, Minister for Health and Family Welfare, Women and Child Development, Languages, Government of Delhi, মাননীয় শ্রীঅশোক কুমার গাঙ্গুলি Justice Supreme Court of India প্রমুখ আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পুষ্পমাল্যাদি অর্পণ করা হয়। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব ইংরাজী ভাষায় আশীর্ব্বাদসূচক Welcome address প্রদান করেন। তৎপরে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রারম্ভিক ভাষণে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যবাণী প্রচারকারী মিশনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দর্শন বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ পরিবেশন করেন। অতঃপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব মঞ্চাসীন প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী সুবোধকান্ত সহায় এবং বিশিষ্ট অতিথি ও সম্মানিত অতিথিকে সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ স্মারক হিসাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি প্রদান করেন। নিউ দিল্লীস্থিত ইসকন এর প্রেসিডেন্ট শ্রীমোহনরূপ দাস বর্ত্তমান সমাজে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আসমুদ্র হিমালয় তথা বিশ্বে নাম প্রেমধর্ম প্রচারের প্রভাব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্ট অতিথি মাননীয় মন্ত্রী কিরণ ওয়ালিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও জীবনী বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় পরিবেশন করেন। প্রধান অতিথি মাননীয় শ্রীসুবোধ কান্ত সহায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিমল প্রেমধর্মের প্রচার বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর লালবাহাদুর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের ভাইস চান্সেলর ডঃ শ্রীবাচস্পতি উপাধ্যায়জী বাংলা ভাষায় Key Note Address প্রদান করেন। তদন্তে সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ শ্রীসমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ

সমগ্র উত্তরভারত পরিক্রমা ও দিল্লীতে আন্তর্জাতিক সেমিনার

অবদান আপামর জীবকূলকে নাম প্রেম প্রদান বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে ডঃ নীতিশ সেনগুপ্ত Chairman, Board of Reconstruction of Public Sector Enterprises, Government of India ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর রাত্রি ৭ ঘটিকায় চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুমারী স্বাতী শর্মা 'ভারত নাট্যম্' নৃত্যাদির মাধ্যমে সভাস্থ দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনন্তর ব্রজের ময়ূর নৃত্য ও চারকোলা নৃত্য পরিবেশিত হয়। সভায় প্রায় সহস্রাধিক দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ

ও নৃত্যাদি তথা দর্শনে অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিত এবং অশ্রুতপূর্ব প্রেম সমুদ্রে নিমজ্জন, অবগাহন ও সন্তরণ করেন। পরিশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনির দ্বারা সভার পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়।

১৯শে নভেম্বর পূর্বাহ্ন ১০.৩০ ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন ১.৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সিরি-ফোর্ট অডিটোরিয়াম ২নং হলে যথাবিধি পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। জয় বন্দনান্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন পরিবেশনের পর সভার কার্য্য আরম্ভ করা হয়।

আলালনাথ শ্রীগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন সাধু মহারাজ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর স্তব পাঠ করেন। তদনন্তর এলাহাবাদস্থিত শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি আচার অবধূত মহারাজ হিন্দী ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক অবলম্বনে পরিবেশন করেন। উক্তসভায় সভাপতি আসন অলঙ্কৃত করেন লাল বাহাদুর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের Vice Chancellor ডঃ শ্রীবাচস্পতি উপাধ্যায়। তিনি বঙ্গভাষায় বর্ত্তমান সমাজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিষ্ণুতা গুণের প্রভাব বিষয়ে চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত বিদ্যাপীঠের বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্যাকরণের অধ্যাপক শ্রীজয়কান্ত সিংহ শর্ম্মা— শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আলোকে শিক্ষার প্রণালী ও ধারা বিষয়ে প্রমাণ শাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রমাণ শ্লোক উদ্ধার করিয়া হিন্দী ভাষায় চিত্তাকর্ষক ভাষণ প্রদান করেন। তদনন্তর গৌহাটি গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ বর্ত্তমান সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব বিষয়ে হরিকথা বলেন। তদনন্তর লাল বাহদুর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত পুরাণ, ইতিহাস ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীইচ্ছারাম দ্বিবেদী শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রবর্ত্তন বিষয়ে সারকথা প্রবচন দেন। অতঃপর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি কলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রী এম্.এম. আগরওয়াল বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিষয়ে

ভাষণে শ্রীনামতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব বিষয়ে মনোমুগ্ধকর প্রবচন দেন। পরিশেষে উজ্জয়নীস্থিত বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সুস্মিতা পাণ্ডে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দেন। সর্বশেষে পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব আশীর্বাদ বচন দ্বারা সকলের চিত্তকে চমৎকৃত করেন।

১৯ নভেম্বর অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন অধিবেশন পূর্ব্বোক্ত ২ নং হলে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে যথানুরূপ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণের পরিবেশনায় শ্রীগুরুবর্গের জয়দান ও মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধীয় আলোচনা শুরু হয়।

বেনারস-স্থিত শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ মঙ্গলাচরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তবপাঠ করেন। অতঃপর কোলকাতা গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ আবাহনে 'জয় শচীনন্দন জগজীবন সার' কীর্ত্তনটি মধুরকণ্ঠে পরিবেশন করেন। সুদূর

পাশ্চাত্ত্য দেশ আমেরিকা হইতে আগত ভক্ত শ্রীপাদ মাধবানন্দ দাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস লীলা ও শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে অবস্থানের তাৎপর্য্য ইংরাজী ভাষায় পরিবেশন করেন। অতঃপর গৌড়ীয় মিশনের সেবসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীচৈতন্যদর্শনের বিষয়ে হিন্দী ভাষায় বিস্তৃত হরিকথা বলেন। তদনন্তর মিশনের সহসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতোক্ত—'রক্ষো দৈত্যকূলং হতং কিয়দিদং' শ্লোক অবলম্বনে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রদত্ত উন্নতোজ্জল রসের মহাপ্রেমভক্তি দান প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করেন। পরিশেষে দিল্লী সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারক শ্রীমুকুন্দকম্ শর্ম্মা ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় 'ভেদাভেদরহিত সমাজ গঠনে মহাপ্রভু' বিষয়ে প্রবচন দেন। সর্বশেষে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে এবং গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিবেশনায় নৃত্যকীর্ত্তনের পর সভার কার্য্য পরিসমাপ্তি হয়।

পরদিবস ২০।১১।১০ তাং যাত্রীগণ ও বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই মহতী সেবাযজ্ঞানুষ্ঠানে দিল্লী মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিদীপক শ্রীধর মহারাজ বিবিধ দায়িত্ব পালন তথা আমলাজোড়া গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ ও রাধাকুণ্ড মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বন মহারাজ ভাণ্ডার ও রন্ধনাদির ব্যবস্থা, কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ প্রপন্নকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী সমস্ত যাত্রীগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা, মোগলসরাই গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব বৈষ্ণব মহারাজ প্রসাদ পরিবেশনের তদারক, পাটনা গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী অফিস সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কোলকাতা গৌড়ীয় মঠের সেবক শ্রীপাদ ভক্ত দাস ব্রহ্মচারী, দিল্লী মঠের শ্রীপাদ নবদ্বীপ দাস, শ্রীরাজকিশোর দাস, শ্রীহরিবিলাস দাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীবাসুদেব দাস, শ্রীসুদাম দাস, শ্রীমদন দাস (মুম্বাই) এবং স্থানীয় ভক্ত শ্রীওম প্রকাশ গুপ্তা, শ্রীপ্রবীন বাজাজ্ প্রভৃতি পুরুষভক্তগণ এবং শ্রীবিগ্রহগণের জন্য পুষ্পমাল্য গ্রন্থন ও বাল্যভোগ রন্ধন প্রভৃতি সেবায় শ্রীঅন্নপূর্ণা দাসী, শ্রীমণিমঞ্জরী দাসী, কমলা মাতাজী (পাটনা), কমলা দাসী (কোলকাতা), জীবনলতা শর্ম্মা, শ্রীমতি সুনীতা হরিল Delhi High Court, Delhi প্রমুখ মহিলা ভক্তগণ বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করেন। স্থানাভাবে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও শ্রীনবদ্বীপ ধাম-স্থিত গোদ্রুম মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ, কৃষ্ণনগর কুঞ্জকুটীর গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ, মিশনের অপরসেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, কটক সচ্চিদানন্দ মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ অকিঞ্চন মহারাজ, রেমুনা মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বোধায়ন মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের সেবাচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—০—

বাংলাদেশে যাবেন কি?

কলিযুগ পাবন অবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী তাঁর লীলাভূমি সকলকে 'গৌড়মণ্ডল' আখ্যা দেওয়া হয়। ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল যেমন জগতে আত্মপ্রকাশ করে ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করছে তেমনি গৌড়মণ্ডলও গৌরের নিত্য সিদ্ধ পার্ষদগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে গৌর ভক্তগণের পরিক্রমণের বিষয় হয়েছে। উক্ত গৌড়মণ্ডল মুখ্যতঃ বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের কিছু অংশ নিয়ে বর্তমান। গৌড়মণ্ডল পরিক্রমণ গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক ২-৪ বৎসর পর পর হয়ে থাকে। কালক্রমে বঙ্গদেশ বিভাজিত হয় এবং বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র দেশ রূপে পরিণত হয়। গৌড়মণ্ডলের কিছু কিছু অংশ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। সেই সকল স্থানগুলি গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পরিক্রমণের জন্য আগামী ২০১১ অথবা ২০১২ সালে এক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশে নিম্নলিখিত দর্শনীয় স্থানসমূহ—

১। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, রাজশাহী জেলার খেতুরী ধাম।
২। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৩। শ্রীরূপসনাতনের আবির্ভাবস্থলী, যশোহর জেলার ফতেয়াবাদ।
৪। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী, যশোহর জেলার বেনাপোল গ্রাম।
৫। শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের বসত গৃহ, শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ।
৬। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্মস্থান, শ্রীহট্ট জেলা।
৭। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ।
৮। শ্রীলবংশীদাস বাবাজী ও শ্রীলজগন্নাথ দাস বাবাজীর জন্মস্থান ময়মনসিংহ।
৯। শ্রীল ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী মহারাজের জন্মস্থান বরিশাল জেলার বানরিপাড়া।
১০। শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের আবির্ভাব-স্থল খুলনা জেলার রূদাঘরা গ্রাম।
১১। শ্রীল আচার্যদেব ও শ্রীল তীর্থ গোস্বামী মহারাজের জন্মস্থান সন্দীপ হাতিয়া দ্বীপ।
১২। শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত বালিয়াটি গৌড়ীয় মঠ।

উপরোক্ত তীর্থস্থানগুলি গুরু-বৈষ্ণব সঙ্গে দর্শন করতে ইচ্ছুক যাত্রী ও ভক্তগণকে সর্বপ্রথম Passport সংগ্রহ করতে হবে। যারা বিশেষ ইচ্ছুক তাদের শীঘ্র Passport সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পদব্রজে ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

এতদ্বারা গৌড়ীয় মিশনের অনুগত সকল ভক্তমণ্ডলী ও শিষ্যমণ্ডলীকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ২০১১ সালে উর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক পদব্রজে চৌরাশি ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপায় বহুদিন পর ২০০১ সালে এই পরিক্রমা সংঘঠিত হইয়াছিল। পদব্রজে ব্রজের গ্রামে গ্রামে অপ্রাকৃত ব্রজভূমির শোভা সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন মুখে দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছুক ভক্তগণকে পূর্ব হইতে প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।